হাজ্জ

হাজ্জের ফরজসমূহ:

- ইহরাম বাধাঁ;
- ৯ ই যিলহজ্জ আরাফাতে অবস্থান করা;
- ১০ই যিলহজ্জ থেকে ১২ই যিলহজ্জের মধ্যে কাবা তাওয়াফ করা (৭ বার) তাওয়াফ শব্দের অর্থ কাবা ঘরের চারিদিকে প্রদিক্ষন করা।

হাজ্জের ওয়াজিবসমূহ:

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে ৭ বার সায়ী করা; সায়ী শব্দের অর্থ হাটা বা দ্রুত চলা;
- মুজদালিফায় ৯ই যিলহজ্জ রাতে খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করা;
- মিনায় জামরাসমূহে কঙ্কর মারা (তিনটি জামরা); জামরা অর্থ স্তম্ভ;
- কুরবানী করা;
- মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাটা (পুরুষদের জন্য)
- বিদায়ী তাওয়াফ করা;

উমরার ফরজ:

- ইহরাম বাঁধা;
- তাওয়াফ করা;

উমরার ওয়াজিব:

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী করা;
- মাথার চুল মুন্ডানো বা ছাটা;

উমরার নিয়ত:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা উ'মরাতান।

- আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ, আমি উমরার সিদ্ধান্ত নিলাম।

হাজ্জের নিয়ত:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجاً

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা হাজ্জান।

-আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ, (আমি) হাজ্জের সিদ্ধান্ত নিলাম।

- **ইহরাম:**

প্রথমে ইহরাম বেঁধে উমরা করার পর ইহরাম খুলে ফেলতে হবে। হাজ্জের পূর্বেই ৮ই যিলহাজ্জে আবার ইহরাম বাঁধতে হবে। এবং ১০ই যিলহাজ্জ কঙ্কর নিক্ষেপ, মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাটা এবং কুরবানীর পর ইহরাম খুলে ফেলতে হবে।

❖ **নারী:**

নারীরা সেলাইযুক্ত সাধারণ পোশাক পরিধান করবে। নারীদের পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে। নারীরা মাথার চুল কমাবে না বা চুল ও কাটবে না। নারীরা উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ:

- **সুগন্ধি ব্যবহার করা।**
- **সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা।**
- **মাথা ও মুখ আবৃত করা।**
- **নখ, চুল ও শরীরের যেকোনো একটি পশম কাটা বা ছেঁড়া।**
- **সহবাস করা বা ওই সম্বন্ধীয় আলোচনা করা।**
- **কোনো প্রকার গুনাহের কাজ করা।**
- **কারো সাথে ঝগড়া করা।**
- **স্থলজ পানি শিকার করা বা শিকারে সাহায্য করা।**
- **উকুন মারা।**

তাওয়াফের সময় নিষিদ্ধ বিষয়াবলী:

- নারীদের জন্য ঋতুস্রাব বা নিফাস অবস্থায় তাওয়াফ।
- বিনা ওযুতে তাওয়াফ।
- হাজারে আসওয়াদ (কালো পাথর) ছাড়া অন্যত্র থেকে তাওয়াফ শুরু করা।
- সাত চক্কর সম্পন্ন না করা।
- হাজারে আসওয়াদ ও রুকুনে ইয়ামানী ছাড়া কা'বার কোনো অংশে চুম্বন বা স্পর্শ করা।
- ক্যামেরা বা মোবাইলে ছবি বা সেলফি তোলা এতে হাজ্জের মনোযোগ নষ্ট হয়।

দম্ বা ফিদ্ইয়া অর্থাৎ ত্রুটি ঘটলে ক্ষতিপুরণ:

ত্রুটি দু'ধরণের:

- কোনো ওয়াজিব ছুটে যাওয়া।
- কোনো নিষিদ্ধ কাজ করা।

ভুলবশত নিষিদ্ধ কিছু করলে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

ওয়াজিব ছুটে গেলে কাফ্ফারা দিতে হবে।

একটি ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, গরু বা উটের সাত ভাগের এক ভাগ। গোস্ত নিজে খাওয়া যাবে না, গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে। এটা ওয়াজিব ছুটে গেলে করতে হয়।

কাফ্ফারা দিতে না পারলে দশদিন রোজা রাখতে হবে। হাজ্জের সময় তিনদিন, দেশে এসে সাতদিন।

নিষিদ্ধ কাজ করে ফেললে কাফ্ফারা দিতে হবে:

যেমন সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান, মাথা ঢাকা, নখ কাটা, সুগন্ধি লাগানো ইত্যাদি করে ফেললে কাফ্ফারা দিতে হবে।

কাফ্ফারা হলো যে কোনো একটি:

- **৩ দিন রোজা রাখা।**
- **৬ জন মিসকিনকে খাবার দেওয়া (প্রত্যেক জনকে পৌনে দুই কেজি চাল বা গম।)**
- **একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা জবাই করা।**

মদীনায় গমন:

মদীনায় গমন হাজ্জের বা উমরার অংশ নয়। তবে যাওয়া উত্তম। অনেক সওয়াব হাসিল হবে।

মসজিদে নববী (রাসূল (সাঃ) এর মসজিদ) তে এক রাকায়াত সালাত (নামাজ) মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যেকোন মসজিদের এক হাজার সালাতের (নামাজের) চেয়ে উত্তম। **(বুখারী, মুসলিম)**

রওজা না কবর:

অনেকে মনে করেন, রওজা হলো রাসূল মোহাম্মদ (সাঃ) এর কবর। এটি ভুল; বরং রওজা হলো রাসূল (সাঃ) এর ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান।

রাসূল (সাঃ) বলেছেন: আমার ঘর ও আমার মিম্বরের মাঝে রয়েছে জান্নাতের বাগান সমূহের একটি বাগান। **(বুখারী, মুসলিম)**

মদীনায় অবস্থানকালে করণীয় কাজ:

- **পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মসজিদে নববীতে জামা'য়াতের সাথে আদায় করা।**
- **বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করা।**
- **বেশি বেশি যিকর ও দু'আ করা।**

হাজ্জের সময় বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে হবে:

لَبَّيْكَ ٱللَّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ ٱلْحَمْدَ وَٱلنِّعْمَةَ لَكَ وَٱلْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান নিমাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাক।

-উপস্থিত হে আল্লাহ, আমি উপস্থিত, উপস্থিত। আপনার কোনই শরীক নেই। আমি উপস্থিত, নিশ্চই যাবতীয় প্রশংসা ও নি'য়ামত আপনারই এবং সমগ্র বিশ্বের কর্তৃত্ব আপনার, আপনার কোন শরীক নেই।

<u>ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সর্বোত্তম দুআ:</u>

হে আল্লাহ, তুমিই আমার রব। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার গোলাম। আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার সাথে দেওয়া ওয়াদা পালন করছি। আমার গুনাহের ক্ষতি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আমার উপর তোমার দেওয়া নিয়ামতের কথা স্বীকার করছি। আমার গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। কাজেই আমাকে মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া মাফ করার আর যে কেউ নেই।

(বুখারী)

<u>ক্ষমা প্রার্থনার আর একটি দুআ:</u>

الاَّهُمَّ إِنَّكَ عَفْوًّ تُحِبُّ الْعفْوَ فَاعْفُ عَنَّ

আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফওয়ান, তুহিব্বুল আফওয়া ফা'আফু আ'ন্নি।

-হে আল্লাহ, নিঃসন্দেহে তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে তুমি খুব পছন্দ কর। কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দাও। (তিরমিযী)

আর একটি দোয়া (পবিত্র কুরআনের ভাষায়):

رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْـَٔاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

রাব্বানা আতিনা ফি দুনিয়া হাসানাতান, ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতান, ওয়া কিনা আ'যাবান নার।

- হে আমাদের রব, আমাদের পৃথিবীতে কল্যাণ দান করুন এবং পরকালে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করুন।

দোয়া নিজের ভাষায় করা উত্তম। আরবি ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণে করতে পারলে বেশি ভালো হয়। আরবি ভাষায় না পারলে বাংলা ভাষায় দোয়া করতে হবে।

হাজ্জে মাবরুর অর্থ "পাপের স্পর্শমুক্ত হাজ্জ।"

শারীরিক ও আর্থিক ভাবে সামর্থমান পুরুষ ও নারীর জন্য জীবনে একবার হাজ্জ পালন করা ফরজ। বিনা কারণে দেরি করা ঠিক নয়।

হাজ্জের শিক্ষা:

- ধন-দৌলত, দুনিয়ার বাহাদুরি মৃত্যুর পর কোনো কাজেই আসবে না। দু'কাপড়ে কবরে যেতে হবে। ভালো মন্দ সকল পাপের হিসাব দিতে হবে।

- মুজদালিফায় পৃথিবীর ধনী মুসলমানগণ খোলা আকাশের নিচে রাত্রি যাপন, স্মরণ করিয়ে দেয় গরিবের কষ্ট। সুতরাং নিকট, দূরবর্তী গরিব আত্মীয়স্বজন, গরিব পাড়া-প্রতিবেশী, দুস্থ, অসহায়, এতিমদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া হাজীদের দায়িত্ব।

পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারার ১৯৭ আয়াত থেকে ২০১ আয়াত পর্যন্ত হাজ্জ সম্মন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে:

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَـٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ
وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ

-হাজ্জের মাসগুলো নির্ধারিত। অতএব কেউ যদি এই মাসগুলোর মধ্যে হাজ্জের সংকল্প করে, তবে সে হাজ্জের মধ্যে সহবাস, দুস্কর্ম ও ঝগড়া করতে পারবে না এবং তোমরা যেকোনো সৎকর্ম করো না কোনো আল্লাহ তা জানেন। আর তোমরা (নিজেদের) পাথেয় সংগ্রহ করে নাও; বস্তুত, নিশ্চিত উৎকৃষ্টতম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহভীতি। আর হে জ্ঞাণীগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَـٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ

-তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করলে তাতে তোমাদের পক্ষে কোনো গুনাহ নেই। অতঃপর যখন তোমরা আরাফাত হতে ফিরে আসো তখন পবিত্র স্মৃতিস্থানে (মাশ য়ারে হারাম) নিকট আল্লাহকে স্মরণ করো। আর তিনি তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁকে স্মরণ করো। যদিও তোমরা এর পূর্বে বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

ثُمَّ أَفِيضُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

-অতঃপর যেখান হতে লোকেরা প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান হতে প্রত্যাবর্তন করে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুনাময়।

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَٰسِكَكُمْ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنْ خَلَٰقٍ

-অতঃপর যখন তোমরা তোমাদের (হাজ্জের) অনুষ্ঠানগুলো সম্পন্ন করে ফেলো, তখন যেভাবে তোমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে স্মরণ করতে সেভাবে আল্লাহকে স্মরণ করো; বরং তার চেয়ে অধিক স্মরণ করো। আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে যারা কেবল বলে থাকে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এহকালেই দান করুন। তাদের জন্য পরকালের কোনো অংশ নেই।

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ

-আর মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দান করুন এবং পরকালেও কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আজাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।